বারাকপুর আর শিল্পাঞ্চল নয়, ৩২ বছরে শিল্পের শ্মশান

শিল্পবন্ধুর শিল্পকীর্তি

বারাকপুর এককালে রাজ্যের শিল্পাঞ্চল হিসাবে খ্যাত ছিল। কিন্তু শিল্পদরদী বামফ্রন্ট সরকারের বদান্যতায় তা আজ মরুভূমি। সরকারি অনুগ্রহে বন্ধ কলকারখানার জমিগুলি হাতবদল হয়ে সেখানে গড়ে উঠছে বড় বড় শপিং মল। আর বেকার শিল্পশ্রমিক বাধ্য হয়ে আজ হয় রিকশাচালক, নয়তো পথের সবজি বিক্রেতা। 'মার্কসীয় উত্তরণের' এই সর্বাধুনিক নমুনা বামফ্রন্টেরই অমর কীর্তি। এখন থেকে প্রতি শুক্রবার শিল্পবন্ধু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিল্পাঞ্চলগুলিতে বন্ধ কল কারখানার শ্রমিকদের চরম দুর্গতির এমন অনেক কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

দিলীপ ঘোষ চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর মহকুমায় সোদপুর রেল স্টেশনের কম বেশি আধ মাইল পশ্চিমে গঙ্গা নদীর ধার বরাবর সুদৃশ্য অভিজাত আবাসন কেন্দ্র পিয়ারলেস নগর। এই আবাসন কমপ্লেক্সে পার্ক, শপিং মল, ব্যাঙ্ক, সাংস্কৃতিক মঞ্চ কী নেই। নামেই বোঝা যায় অর্থনৈতিক সংস্থা পিয়ারলেস এই আবাসন কেন্দ্রের নির্মাতা। মাত্র কয়েকবছর আগেও কিন্তু এখানে ছিল আড়াই হাজার শ্রমিক পরিবারের নিত্যদিনের অন্ন সংস্থানের উৎস স্বয়ংসম্পূর্ণ (কমপোজিট) কাপড়ের কল বঙ্গোদয় কটন মিলস। মর্নিং নুন ইভিনিং— তিন শিফটে ভেঁপু, হাজার পনেরো লোকের দুবেলার মুখের ভাত নিশ্চিত করত। আজ আর করে না। বঙ্গোদয় কটন মিলস এখন অতীত।

দক্ষিণে দমদম থেকে উত্তরে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত বারাকপুর মহকুমা এক সময় পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল ছিল। অন্যতম না বলে প্রধানতম বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং, চট, সুতিবস্ত্র, রসায়ন, প্রতিরক্ষা এবং কাগজ প্রভৃতি এমন কোনও শিল্প কারখানা নেই যা এখানে ছিল না। হিন্দুদের পরিবারে যেমন প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা শাঁখ বাজায়, উলু ধ্বনি দেয়, মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্তের নমাজ পড়ে পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। তেমনি বারাকপুর মহকুমায় কয়েকশো কারখানায় তিন শিফটের হুটার বাজত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের উপার্জন নিশ্চিত করতে। এই শ্রমিকরা কেবল বাংলার নয়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এমনকী সুদূর দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল থেকেও আসত। আগরপাড়া, টিটাগড়, পলতা, ইছাপুর, কাঁকিনাড়া, কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি শহরের তথাকথিত অবাঙালি মহল্লাগুলি এই ভিনরাজ্যের শ্রমিকরাই গড়ে তুলেছিল। এখন আর বাঙালি হোক বা অবাঙালি কোনও শ্রমিক মহল্লাই গড়ে ওঠে না। কারণ নতুন কোনও কলকারখানার তো প্রশ্নই নেই, একের পর এক পুরনো কারখানাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

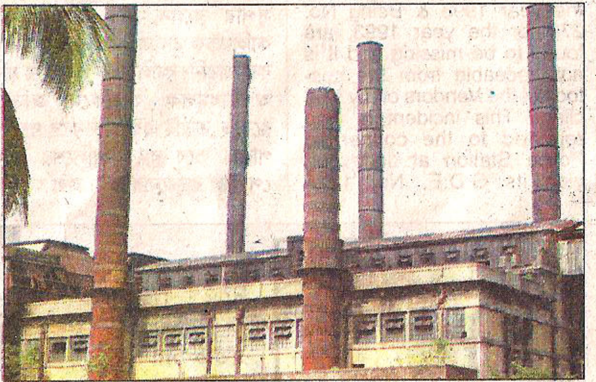

বারাকপুর মহকুমায় এক সময় বারোটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুতিবস্ত্র কারখানা ছিল। মোহিনী, বাসন্তী, বঙ্গশ্রী, বঙ্গোদয়, সোদপুর, ডানবার, বিদ্যাসাগর, মহালক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, জ্যোতি ও বিরাটি প্রভৃতি কাপড়ের কলে স্পিনিং, উইভিং, ডায়িং, ক্যালেন্ডার সহ সমস্ত সুতিবস্ত্র উৎপাদনের সমস্ত বিভাগই ছিল। এছাড়া দুই থেকে দশ বারোটি তাঁত নিয়েও বেশ কয়েকটি কারখানাও ছিল। বয়নশিল্পে শ্রমিক ছিল আনুমানিক পনেরো হাজার। পঁচাত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ নারী, শিশু, পুরুষের অন্নসংস্থান হত। বর্তমানে বারাকপুর মহকুমায় একটিও কাপড়ের কল নেই। মিলগুলির অধিকাংশ জমিতেই আবাসন হয়েছে অথবা হচ্ছে। বয়নশিল্প শ্রমিকদের এক বড় অংশ এখন রাজমিস্ত্রিদের জোগাড়ে। আয় দিনে পঁচাত্তর থেকে ক্ষেত্র বিশেষে একশো টাকা। শিল্প শ্রমিক পরিচয়ও নিঃশেষ। প্রসঙ্গত, কারখানার জমি কিভাবে ভিন্ন অর্থকরী উপার্জনে ব্যবহার করা হয় তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পূর্বতন ন্যাশনাল টোব্যাকো, যার বর্তমান নাম নিউ টোব্যাকো কোম্পানি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাইশশো শ্রমিকের কর্মের উৎস ছিল এই সংস্থা। শ্রমিক দরদি বলে কথিত শাসক বামফ্রন্টের প্রধান শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনুগত শিল্পপতি সুন্দরলাল দুগার মালিকানা অধিগ্রহণ করার পর শ্রমিক সংখ্যা কমে হয়েছে মাত্র দুশো পঞ্চাশ। নিউ টোব্যাকোর সাড়ে চার বিঘা জমিতে মহকুমার এক জনপ্রিয় ফুটবল মাঠ ছিল। সেখানে এখন রিজেন্ট ট্রাক টার্মিনাস। নিউ টোব্যাকো কোম্পানির উৎপাদিত সিগারেটের অন্যতম ব্র্যান্ড নাম রিজেন্ট। তাছাড়া এই কারখানারই জমিতে হয়েছে শপিং মল, রেস্টুরেন্ট ও ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিল্পাঞ্চল নয়, ৩২ বছরে শিল্পের শ্মশান

প্রথম পাতার পর

ইঞ্জিনিয়ারিং বারাকপুরের অন্যতম প্রধান শিল্প। জেসপ ও টেক্সম্যাকোর মতো ভারত বিখ্যাত শিল্প কারখানার রেল ওয়াগনের খ্যাতি কারও অজানা নয়। কিন্তু উৎপাদন এবং মুনাফা বাড়লেও শ্রমিক সংখ্যা ক্রমেই কমছে। কেন্দ্রীয় সরকার জেসপের মালিকানা শিল্পপতি পবন রুইয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর অন্তত আশি শতাংশ ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কারখানা চালান হয়। বিড়লা গোষ্ঠী আগরপাড়ায় মূল কারখানা নিজেদের হাতে রাখলেও খড়দহ ইউনিটটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদারের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিকে বিক্রি করে দিয়েছে। শিল্পপতি হিসাবে এই ব্যক্তির 'খ্যাতি' উল্লেখ করা জরুরি। তিনি ১৯৯৫ সালে স্বদেশ ও বিদেশে বিখ্যাত হাতি জলছাপের ফুলস্কেপ কাগজের উৎপাদক স্থানীয় বন্ধ ইউনিট দুটি খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিনে নেন। ১৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কাগজকল চালু হওয়া দূরস্থান, দুই কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে এই শিল্পপতি নিজের কারখানায় ব্যবহার করছেন।

১৯৯৪ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজ্য বিধানসভায় বামফ্রন্টের একটি শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকে বারাকপুরে কোনও নতুন শিল্পের পত্তন দেখা যায়নি। বরং বন্ধ হয়েছে একের পর এক পুরান শিল্প। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের (সি ই এস সি) শ্যামনগর পাওয়ার হাউস, জেনসন অ্যান্ড নিকেলসন, কনটেনার অ্যান্ড ক্লিনার, কোলে আয়রণ অ্যান্ড স্টিল, বনস্পতি (ডালডা), ইন্ডিয়া পেপার পালপ, বেঙ্গল এনামেল বন্ধ কারখানার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত। লোহার তার এবং রড উৎপাদনে বারাকপুর ছিল দেশবিখ্যাত। ছিল কিন্তু এখন নেই। বড় বড় পনেরোটি রোলিং মিলই দীর্ঘদিন বন্ধ। কোনও মহলেই এগুলি খোলার উদ্যোগ নেই। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নামেই চালু। বারাকপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হিন্দুস্তান এরোনটিকস লিমিটেড (হ্যাল) এক সময় যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। সে কারণেই ১৯৭১ সালে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় এটি ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। এখন কিন্তু বিমান সুরক্ষায় সাফল্যের জন্য হ্যাল খবর হয় না। খবর হয় হ্যালের বার্ষিক ঘোড়দৌড় ও ফিরোজ খানের মতো চলচ্চিত্রশিল্পীর অশ্ব চালনায় কৃতিত্বের জন্য। এ কে অ্যান্টনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েই নিজের রাজ্য কেরলে সর্বার্থসাধক বিমান কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাঙালি হয়েও প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন হিন্দুস্তান এরোনটিকসের পুনরুজ্জীবনের জন্য সঙ্গত কারণেই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনা প্রাপ্য। তবে স্থানীয় সাংসদ তড়িৎবাবু যখন হ্যালে ঘোড়দৌড়ের আনন্দ উপভোগ করেন তখন প্রশ্ন করা যেতেই পারে স্থানীয় সাংসদ হিসাবে এই বিমান কারখানার পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি কতটা উদ্যোগ নিয়েছেন।

বারাকপুর মহকুমায় চট শিল্পকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বলা যায়। শুধু বারাকপুর নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অর্থনীতিতে চট শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। চট শিল্পপতিরা এক সময় দেশের বড় সংবাদপত্রগুলিরও মালিক ছিল। এর থেকেই জুট প্রেস বিশেষণটির উৎপত্তি হয়। বারাকপুরেই ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচার্স কর্পোরেশনের (এন জে এম সি) অধীন খড়দহ কিনিসন ও আলেকজান্দ্রা এবং বেসরকারি গৌরীশঙ্কর জুট মিল চিরতরে বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখনও এই মহকুমায় একুশটি চালু চটকল আছে। শ্রমিক সংখ্যা প্রায় সওয়া লক্ষ। এই শ্রমিকদের কর্মসংস্থান এবং উপার্জন অবশ্য নিশ্চিত নয়। কারণ এদের প্রায় আশি শতাংশই 'ক্যাজুয়াল লেবার', যাদের চাকরিও অনিশ্চিত। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি তো নেইই, দৈনিক মজুরিও বিধিবদ্ধের অর্ধেকের কম। স্থায়ী শ্রমিকদের মহার্ঘভাতা বা ডি এ বাবদ বকেয়া জন প্রতি কুড়ি থেকে বাইশ হাজার টাকা। মালিকরা প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। দক্ষ চটকল শ্রমিকদের বর্তমান বিধিবদ্ধ দৈনিক মজুরি প্রায় তিনশো টাকা। অতএব অধিকাংশ শ্রমিকই তথাকথিত অদক্ষ এবং অস্থায়ী। দৈনিক বেতনও একশো, সওয়াশো, দেড়শো, যাকে যা দিয়ে পারা যায়। বিভিন্ন দাবির সমর্থনে গত বছর ডিসেম্বরে আঠারোটি চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন প্রায় তিন সপ্তাহ শিল্পভিত্তিক ধর্মঘট করেছিল। সি পি আই এমের শ্রমিক সংগঠন সিটু এই ধর্মঘটে সামিল হয়নি। বিরোধ মেটাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী অস্কার ফার্নান্ডেজের উদ্যোগে দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও সিটু ছিল অনুপস্থিত। ওই বৈঠক থেকে গঠিত ত্রিপাক্ষিক বিশেষজ্ঞ কমিটিতে সিটুর প্রতিনিধি হিসাবে গোবিন্দ গুহকেও মনোনীত করা হয়েছিল। শ্রী গুহ এখন পর্যন্ত কোনও সভায় উপস্থিত থাকেননি। রাজ্য শ্রম দপ্তরের ভূমিকাও কার্যত নীরব দর্শকের।

রাজ্য শ্রমদপ্তর বারাকপুরের শ্রমিকদের কোনও সাহায্য করবে সে আশাও সুদূর পরাহত। এ আই টি ইউ সি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত গুহর কথায়, যে দপ্তর চলে একজন পার্টটাইম মন্ত্রীর (মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়) অধীনে তার কাছে কিছু আশা করাই নির্বুদ্ধিতা। সুতরাং বারাকপুর যদি আর শিল্পাঞ্চল না থাকে, না হয় কৃষি অঞ্চলও, হয় শুধু ব্যবসায়িক কেন্দ্র ও প্রোমোটার রাজ তাহলে আশ্চর্যের কী। তথাকথিত শ্রমজীবী পার্টির শাসনে শ্রমিকরা যদি দিন মজুর, জোগাড়ে,রিকশাওয়ালা বা ফেরিওয়ালায় পরিণত হয় তাতেই বা ক্ষতি কী। নতুন নতুন বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি, শপিং মল, অভিজাত রেস্টুরেন্ট এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো হচ্ছে।